চাষী পর্যায়ে ধানবীজ উৎপাদন

ভাল বীজে ভাল ফসল

ফ্যাক্ট শীটঃ ধান বীজ

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

চাষী পর্যায়ে ভাল বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, শুধু ভাল বীজ ব্যবহারের ফলে ধানের ফলন শতকরা ১০ -১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত পক্ষে চাইলেই কৃষকগণ ভাল বীজ পায় না। কৃষক ভাইয়েরা বর্তমানে সারা দেশের বীজের চাহিদার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ বীজ নিজেরাই উৎপাদন ও ব্যবহার করেন। একটু যত্নবান হলে নিজেরাই আরো ভাল বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার করে ধানের

বীজ নির্বাচন ও চারা উৎপাদন

- নিজস্ব বীজ থেকে প্রায় এক কেজি পরিমাণ দাগবিহীন পুষ্ট বীজ হাতে বাছাই করে নিতে হবে।
- বীজগুলো আলাদাভাবে বীজতলায় ছিটাতে হবে।
- এক কেজি বীজ ৩ × ১৪ হাত বীজতলায় বোনা যাবে।

বীজের জমি নির্বাচন

- বাছাইকৃত ভাল বীজ বা নিজের ধানের জমি থেকে বীজের চাহিদা অনুযায়ী একটি অংশ খুঁটি বা পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা।
- নির্বাচিত জমি মোটামুটি রোগমুক্ত, ছায়ামুক্ত ও সমতল হতে হবে।
- বীজের জমির কোন পাশে অন্য জাতের ধান থাকলে নির্বাচিত অংশ তার থেকে অন্তত ৬/৭ হাত দূরে হতে হবে।

বীজের জন্য মাঠ নির্বাচন

বীজের জমির পরিচর্যা

বীজের জমিতে অতিরিক্ত যে কাজটুকু করতে হয় তা হল রগিং করা।

রগিং পরিচিতি

বীজের জমি থেকে সকল প্রকারের বিজাত, আগাছা, এবং খোলপচা ও লক্ষির গু আক্রান্ত শিষ বেছে ফেলাকে রগিং বলা হয়।

বীজের মাঠ রগিং করা

খোল পচা

লক্ষির গু

রগিং এর সংখ্যা ও সময়

বীজের জমি অন্তত তিনবার রগিং করা প্রয়োজন-

- সর্বোচ্চ কুশি অবস্থায় প্রথমবার; ধানের দুধ অবস্থায় দ্বিতীয়বার এবং ধান কাটার ৭/৮ দিন আগে শেষবার।

বীজ ধান কাটা

- শিষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকার পর বীজ ধান আলাদাভাবে কাটতে হবে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd